সঞ্জীব কুমার রায়

বিশিষ্ট শিক্ষক,সাংবাদিক,মুক্তিযুদ্ধের গবেষক,লেখক,নাট্যকার ও কবি সঞ্জীব কুমার রায়। পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার কালিকাঠী গ্রামে এক আদর্শ পরিবারে ১৯৬১ সালে ২৫ মার্চ জন্মগ্রহন করেন। পিতা-জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, মাতা-আমোদিনী রায়। পাঁচ ভাই বোন, চার ভাইয়ের মধ্যে সঞ্জীব কুমার রায় দ্বিতীয়। ১৯৭৭ সালে এস.এস.সি, ১৯৭৯ সালে এইচ.এস.সি, ১৯৮০ সালে বি.এস.সি, ১৯৮৭ সালে বি.এড, ১৯৮৮ সালে বি.এ. (বাংলা) এবং ১৯৯৩ সালে বি.এম কলেজ থেকে বাংলায় এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

সঞ্জীব কুমার রায় ১৯৮১ সালে শিক্ষকতার পেশায় মননিবেশ করেন এবং ৪০ বছর সুনামের সাথে সহকারি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে দীর্ঘা ইউনিয়ন একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০২১ সালের ২৫ মার্চ অবসর গ্রহন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায় পাঁচবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের গৌরব অর্জনসহ সম্মাননা স্মারক ও সনদ লাভ করেন।

১৯৮১ সালে সাপ্তাহিক পিরোজপুর দর্পণ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি, পরবর্তি জাতীয় দৈনিক ভোরের কাগজ, বাংলা বাজার, যুগান্তর, সমকাল, প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকায় নিয়মিত সংবাদসহ অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা, গল্প, ছোট গল্প ও ফিচার লিখে আসছেন। লেখা-লেখি ও সাহিত্য অঙ্গনসহ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের দূর্লভ ছবিও তথ্য সংগ্রহে বিশেষ অবদানের জন্য- দর্পন পদক, শেখ রাসেল স্মৃতি ফাউন্ডেশন সম্মাননা স্মারক, বলেশ্বর সম্মাননা স্মারক, যতীন্দ্র মোহন স্মৃতি পাঠাগার সম্মাননা স্মারক, মাসিক কালান্তর সম্মাননা স্মারক, দিক দর্শন ও গ্রন্থ কুটির সম্মাননা স্মারক, নাজিরপুর উপজেলা প্রশাসন কতৃক ২১'এর পদক, স্বাধীনতা স্মৃতি সম্মাননা স্মারক, বাংলাদেশ শিক্ষা পর্যবেক্ষক সোসাইটি থেকে- মহাত্মা গান্ধী এ্যাওয়ার্ড, বাংলাদেশ কবি-সংসদ পদক, বাংলা ভিশন-গোল্ড এ্যাওয়ার্ড, শেরে বাংলা স্মৃতি ফাউন্ডেশন সম্মাননা স্মারক সহ অসংখ্য পদক লাভ করেন।

সঞ্জীব কুমার রায় একজন সংস্কৃতিসেবী, সংগঠক ও উপস্থাপক। তিনি নাজিরপুর সাহিত্য সংস্কৃতিক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী ও পাবলিক লাইব্রেরী গঠনে রয়েছে বিশেষ অবদান। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যচক্র এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, জ্ঞানেন্দ্র নাথ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, নাজিরপুর কবি সংসদের সাধারণ সম্পাদক, ভারত-বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের পিরোজপুর জেলা শাখার সহ-সম্পাদক, দূর্নীতি দমন কমিশন- নাজিরপুর দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি, বঙ্গমাতা সাংস্কৃতিক জোট এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পিরোজপুর জেলা শাখার সভাপতি সহ বহু সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে গড়ে তুলছেন নানা সংগঠন।

একজন লেখক হিসেবেও তাঁর রয়েছে যথেষ্ট অবদান। তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দ্বাদশটি নাটক লিখেছেন। জেলা উপজেলাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসকল নাটক মঞ্চস্থ ও অভিনিত হয়েছে। ২০০০ সালে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক "সবুজের মাঝে লাল সূর্যটা" কাব্য গ্রন্থ "মা-মাটি-মানুষ" প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৩ সালে "নাজিরপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এলাকায় গ্রন্থটি একটি দলিল স্বরূপ সমাদৃত হয়েছে। নাটকের মধ্যে বিজয় পাতাকা, আদালত, আলোর মিছিল, আর নয় যৌতুক, ও হাঁচি নাটকগুলি জনগণের মাঝে মঞ্চস্থ ও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া "Encyclopedia of Bangladesh war of liberation project-Asiatic Society of Bangladesh" এর প্রকাশিত "মুক্তিযুদ্ধ-জ্ঞানকোষ" নামে প্রকাশিত ১০ খন্ড বই এর একজন লেখক।

সঞ্জীব কুমার রায় ২০১৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী My-TV Special Talk Show "অহংকারের ২১" অনুষ্ঠানে, ২০১৭ সালে ২৪ এপ্রিল মাছরাঙ্গা টিভি এর "রাঙা সকাল" অনুষ্ঠানে, ২০১৭ সালের ৯ জুন চ্যানেল আই-এর "স্বর্ণকিশোরী ও সূর্য কিশোর" অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রনে সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহন করেন।

২০২২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্যপক আনুষ্ঠানিকতায় নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রশাসনের উদ্যোগে শিক্ষক ও সাংবাদিক সঞ্জীব কুমার রায় এর একক সংগৃহীত ও সম্পাদিত-বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সহ ২৫১টি বিষয়ের উপর পৃথিবীর বিচিত্র তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ ৫'শ এর অধিক এ্যালবাম বই মাননীয় মন্ত্রী শ.ম. রেজাউল করিম মহোদয় মোড়ক উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন।

বিবাহিত জীবনে স্ত্রী- শুভ্রা রানী মিস্ত্রী, মেয়ে- বসুন্ধরা রায় ও ছেলে- শুভদীপ রায়।